বিশ্বজুড়ে সংগঠন ও পরিচালনারীতি বদলে যাচ্ছে

নাজীমউদ্দিন মোস্তান

সরকার ও কারবার ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে তথ্য প্রযুক্তি চাই

দেশকে বাঁচনানোর জন্য কমপিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির দিকে হাত বাড়ানোর তাগিদ তাই আজ সবচাইতে প্রবল। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় বা সেনাদফতর কেবল নয়, সংসদ, জেলা-উপজেলা প্রশাসন, আমদানী-রপ্তানী, আইনশৃঙ্খলা, শিক্ষাসহ সব ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি ও কমপিউটার দক্ষতা প্রতিষ্ঠা আজ জরুরী। এ ব্যাপারে জাতিকে নেতৃত্বদান ও সহায়তার জন্য কমপিউটার কাউন্সিলকে কার্যকর ও দক্ষতর করার তাগিদ বাড়ছে।

—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্বজুড়ে সরকারের সংগঠন ও কারবার পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল, সামরিক সংগঠনের দক্ষতা, ক্ষিপ্রতা ও গতিকে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক জীবনে ধারণ করার জন্য। আজ তথ্যপ্রযুক্তি ও কমপিউটারের প্রয়োগে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বিশ্বজুড়ে আবার সরকারী ও শিল্প-বাণিজ্য সংগঠন ও তার পরিচালন রীতি বদলে যাচ্ছে দ্রুত। এ পরিবর্তনের দোলায় বদলে গিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সিঙ্গাপুর হয়ে উঠেছে বিশ্ব বাণিজ্যের কেন্দ্র। তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগে একজন নারী হয়ে উঠেছেন বিশ্বের বৃহত্তম চেইন স্টোরের দক্ষ মালিক। বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনে বিদ্যমান সংকট দূরীকরণ এবং বেসরকারী খাতের অদক্ষতা মোচনে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবস্থাপনায় প্রয়োগ না করলে সমস্যা ও সংকট মোচনের শক্তি সৃষ্টি হবে না।

সরকার ও প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস, দপ্তর, মন্ত্রণালয়ের কর্মপদ্ধতি ঢেলে সাজিয়ে উন্নততর কর্মধারা গড়ে তুলতে তথ্য প্রযুক্তি আজ এক অভ্রান্ত হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। অত্যাধুনিক শিল্প, অফিস ও সরকার পরিচালনায় দক্ষতম সহকারী হিসাবে ব্যবস্থাপক ও প্রশাসকের পাশে স্থান নিয়েছে কমপিউটার। বিদ্যমান জনশক্তি ও লোকবলকে নিখুঁতভাবে কাজে লাগানোর জন্য এখন তথ্য প্রযুক্তি পরম সহায়। কমপিউটার ছাড়া কর্মজগৎ সামলানোর কথা দক্ষ প্রশাসক ও ব্যবস্থাপকেরা আজ চিন্তা করতে পারে না। লোকসান ও অপচয় দূর করে প্রতিষ্ঠান ও কর্মকাঠামো দক্ষ ও আধুনিক করে তোলার জন্য কীভাবে তথ্য প্রযুক্তি কাজে লাগানো যায় তার নজীর সাম্প্রতিক World Executive Digest-এর সংখ্যাগুলোতে তুলে ধরেছেন পিটার জি ডব্লিউ কীন এবং ষ্টিফেন ডি সলমন। কমপিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি যখন ব্যবস্থাপনার জগতে নীরব বিপ্লবের সূচনা করেছে তখন বাংলাদেশের ৫২টি মন্ত্রণালয়, ১৫০টি বিভাগ, ৫শত সেকশন ও ১৫ হাজার সরেজমিন দফতর, থানা, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা বোর্ড, নির্বাচন কমিশন, হাজার হাজার বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, ফাইল-পত্র, ম্যানেজার, ডাক ও কুরিয়র সার্ভিসের অব্যবস্থায় তলিয়ে যাচ্ছে। অথচ বিশ্বে এখন তথ্য প্রযুক্তির সাথে মনুষ্য মগজ সংযুক্ত করে উৎপাদন, বিপনন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিসেবাকে করে তোলা হয়েছে কল্পনার মত মসৃণ ও নির্বিঘ্ন। আজ উৎপাদন ব্যবস্থার ৭৩% অবদান তথ্য প্রযুক্তি তথা মেধাবুদ্ধি ও সফটওয়্যারের। ২৭% অবদান শ্রম ও কায়িক কসরৎ এবং কলকব্জার। সুতরাং তথ্যপ্রযুক্তি ও সফটওয়্যার বাদ দিয়ে এযুগে ব্যবসা বাণিজ্য, প্রশাসন ও উৎপাদন চালাতে যাওয়া হাওয়াকলের সাথে ডনকুইকসটের লড়াই-এর মতই কমবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের আনাড়ীপনা ও নির্বুদ্ধিতার উদাহরণ।

কমপিউটারের সাথে টেলিযোগাযোগ যুক্ত হয়েছে। তার মাধ্যমে মনুষ্য মস্তিষ্কের সিদ্ধান্ত ও উদ্যম চালিত করলে কারবার প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসন অভ্রান্ত হয়ে ওঠে। এটাকে বাদ দিয়ে তাই কোন কায়কারবার ও প্রশাসন পরিচালনা করা দুঃসাধ্য।

১৯৯০-এর দশকে কর্ম ও কারবার জগতের বাস্তবতা হচ্ছে ঃ

(১) কোম্পানীগুলির নগদ অর্থ প্রবাহের কমপক্ষে ২৫% হতে সর্বোচ্চ ৮০ % পর্যন্ত তথ্য-প্রযুক্তির লাইন বেয়ে আসে।

(২) আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র এখন ইলেকট্রনিক ডাটা ইন্টারচেঞ্জ (EDI)।

(৩) ইলেকট্রনিক লেনদেন ব্যবস্থায় পণ্য বিক্রি ও অর্থ আদায় দুটোই সম্ভব হচ্ছে।

(৪) দলিলপত্র, পণ্যের চেহারা, কারখানার ছবি, তথ্যদাতার পরিচয় ও চেহারা ইমেজ প্রযুক্তির মাধ্যমে হাজির করা হচ্ছে।

(৫) প্রতিটি বড় কোম্পানী তার প্রধান সরবরাহকারী ও ক্রেতাদের সাথে ইলেকট্রনিক যোগাযোগ কাঠামোর অংশীদার।

—(৬)— কর্মধারা প্রায়শই বদলাচ্ছে। তবে কর্মক্ষেত্র প্রধানতঃ নির্ধারিত স্থানেই সীমাবদ্ধ। পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে তথ্য পরিবর্তনের জন্য দরকার আধুনিকতম তথ্য যোগাযোগ।

কায়কারবারের ক্ষেত্রে এসব বাস্তবতা নতুন চ্যালেঞ্জ কমপিউটারসমৃদ্ধ ইলেকট্রনিক যোগাযোগের মধ্যমণি হয়ে অগ্রাধিকার সাব্যস্ত করা এবং জটিল প্রয়োগিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়া অগ্রগতি অসম্ভব। কায়কারবার আরও দক্ষতার সাথে চালিয়ে প্রতিযোগিতার শক্তিবৃদ্ধি বাংলাদেশের রপ্তানীকারক, রপ্তানী শিল্প, রপ্তানী উন্নয়নব্যুরো ও চেম্বারগুলির স্বপ্ন। কারণ, তথ্য প্রযুক্তির শক্তিকে ব্যবহার করা ছাড়া চলমান কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন করে টিকে থাকার মত শক্তি অর্জন অসম্ভব। ঢাকা চেম্বার জাতিসংঘ সংস্থার সহায়তায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করতে শুরু করায় চেম্বারের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন ও সরেজমিন অফিস প্রশাসনে মন্ত্রণালয়গুলি তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের প্রাথমিক স্তরে পৌঁছেছে। তবু বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থাপনা তাদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

বেকারী-সামগ্রী, চকলেট ও শুকনা সুখাদ্যের রাজ্যে বিশ্বের বৃহত্তর খুচরা বিপননের বিশাল প্রতিষ্ঠানমালা গড়ে তুলেছেন র‍্যাণ্ডি ফিল্ডস্। ল্যাপটপ, বহনযোগ্য ক্ষুদ্র কমপিউটার, সাথে না নিয়ে কেউ তার সাথে কথা বলতে এলে তিনি সবিনয়ে জানাতে বাধ্য হন, "মনে হয় না, ওটা ছাড়া আমরা অর্থবহ আলোচনা করবো"।

সর্বাধুনিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তি সংগঠনের বিস্তার যত বড় হয়, তার চাইতে ২০গুণ বড় এক কর্মকাঠামো পরিচালনা করেন মিসেস ফিল্ডস। তা সত্ত্বেও তথ্য প্রযুক্তি ও কমপিউটারের ব্যবহার কোম্পানীর সাধারণ কর্মীটিকেও সারাক্ষণ সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত দাতার সাথে যোগাযোগে সংযুক্ত রাখছে। এমন নিবিড় সংযোগই প্রতিষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে রাখে।

এভাবে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে লোক পিছু, ঘন্টা পিছু, কেন্দ্র পিছু আয় উৎপাদনের হার বিপুলভাবে বেড়ে যায়। বিশাল প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ম্যানেজার সুপারভাইজার টিম লীডারসহ অসংখ্য তত্ত্বাবধায়ক দরকার পড়ে। এতে অব্যবস্থা ও ব্যয় যায় বেড়ে। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তি ও কমপিউটারের প্রয়োগ কোম্পানীকে একেকজন তত্ত্বাবধায়কের অধীনে স্বল্প মাইনের অজস্র কর্মচারী নিয়োগের সুবিধা দেয়। কোম্পানীর বিক্রি ২কোটি ২৫ লাখ ডলার থেকে বেড়ে ২০ কোটি ডলারে উঠেছে। কর্মীর সংখ্যা বেড়েছে তেমনি। কিন্তু মাথাভারী প্রশাসন জন্ম দেয়নি। বাংলাদেশে জনসংখ্যা কর্মসূচী, কৃষি উন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলা খাতে বিপুল জনশক্তি দরকার। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশাসন যত মাথাভারী হয়, ততই দুর্নীতি ও লুণ্ঠন বৃদ্ধি পায়। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সংগঠনকে উল্লম্বের-(vertical) বদলে সমতলে (flat) প্রসারিত রাখে। তাতে দুর্নীতির মাত্রাও কমে আসতে পারে।

যারা কাজ করান ও আদায় করেন, কমপিউটার তাদের হাতের দক্ষ হাতিয়ার হয়ে ওঠে। লাল ফিতার দৌরাত্ম্য দূর করে কমপিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি। সংস্থা ও সংগঠনের লোকবল কমানো,

সংগঠন বিন্যাসে নূতনত্ব আনা, প্রধান প্রশাসকের সাথে কর্মচারীদের সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ, কাগজপত্র ও ফাইলে সময় ব্যয়ের ঝঞ্ঝাট হ্রাস করার সুবিধা দেয় কমপিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি। এ ধরণের কর্মপরিবেশে অপরিমেয় কাজ করেও কর্মক্ষম থাকে প্রধান নির্বাহী। প্রধান নির্বাহীকে তাই বিপুল শক্তি যোগায় তথ্য প্রযুক্তি সমৃদ্ধ কমপিউটার। একজন নারী প্রশাসক হয়েও মিসেস র‍্যাণ্ডি ফিল্ডস বিশ্বের বৃহত্তম খুচরা বিপনন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন তথ্য প্রযুক্তির জোরে। তিনি এখন নূতন সফটওয়্যার কোম্পানী খুলেছেন নিজ নামে। এখান থেকে খুচরা দোকানী ও পরিসেবা কোম্পানী সফটওয়্যার কিনতে পারবে। তিনি বলেছেন, মানুষকে কাজে লাগানো ও পরিচালনার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে কোম্পানীর মধ্যে কর্মমুখর আবহাওয়া গড়ে তোলা তাঁর লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। কর্মক্ষেত্রকে কর্মগুঞ্জরনে ভরে তোলার জন্য কর্মশক্তি কী করে, কী ভাবে করে, কী ভাবে তাদের পরিচালনা করা যায়, সেই তথ্যরাজিকে কমপিউটারের মর্মে স্থান দিতে হবে। ষ্টোর ম্যানেজারসহ অনেকেই ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সরাসরি মিসেস ফিল্ডসের সঙ্গে 'কথা বলেন'। তিনিও জানতে পারেন, কার কোথায় চিন্তা ও কর্মে ত্রুটি আছে। তিনি দেখেছেন, বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ এলে কর্মীদের দেওয়া যায় না। আসলে সহকর্মীদের কা সবচাইতে বেশী শেখে কর্মীরা। নিজেদের কাজ করে যারা গৌরবান্বিত, তাদের ক সহকর্মীদের জানানো উত্তম। কমপিউটার দূর করার জন্য মিসেস ফিল্ডস্ তার কর্মী ঘণ্টা কমপিউটার গেমস্-এ নিমগ্ন হ দিয়েছেন। চারটি গেমযুক্ত ডিস্কেট প্রত্যে যাতে থাকে। এরপর দু'এক ঘণ্টা প্রয়োজনীয় পদ্ধতি একটি একটি করে শিখ

বৎসরে সিঙ্গাপুর ৮৫০০ কোটি ডলারের আমদানী ও পুনরপ্তানীর বাণিজ্যিক কায়কারবার পরিচালনা করে আসছে। বিশ্বজোড়া বাণিজ্য যোগাযোগের উন্নততর কাঠামো হিসাবে সিঙ্গাপুর সরকার TradeNet নামক ইলেকট্রনিক ডাটা ইন্টারচেঞ্জ (EDI)-এর একটি তথ্য আদান-প্রদানের ভুবনজোড়া নেটওয়ার্ক গড়ে দিয়েছে। সিঙ্গাপুরের সকল বাণিজ্য ও শুল্ক ঘোষণা সম্পন্ন হয় এই ইলেকট্রনিক কমপিউটার সজ্জিত ব্যবস্থায়।

ট্রেডনেট কেবল বাণিজ্য করে না, সরকার ও শিল্পের মধ্যে, দেশ ও বিদেশের মধ্যে, বহু দেশের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে।

আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষ একটি ইলেকট্রনিক ঘোষণা দলিল তৈরী করে দিয়েছে সিঙ্গাপুরে। আমদানী ও রপ্তানীকারকরা পার্সোনাল কমপিউটারের মধ্যে এই দলিল সর্বাংশে পূরণ করে তা 'TradeNet'-এর কমপিউটারে ট্রান্সমিট করে দেয়। এ দলিলের তথ্যাবলী যদি সব শর্ত পূরণ করে থাকে, তাহলে আমদানী বা রপ্তানীর অনুমতি পাওয়া যায়।

এই ট্রেডনেট প্রতিষ্ঠার আগে অবস্থা ছিল করুণ। বিভিন্ন সরকারী অফিসে ঘুরে ঘুরে শুল্ক বিষয়ক অনুমতি নিতে দিনের পর দিন লেগে যেতো। সরকারী অফিসের দরজায় আমদানী-রপ্তানীর কাগজ হাতে প্রতিষ্ঠানের বার্তাবাহকেরা লাইন দিয়ে পড়ে থাকতেন এবং হাতে সই ছাপড় মারা কাগজ নিয়ে ফিরতেন।

এখন ট্রেডনেট আসার পর সব কাজ শেষ করতে সময় লাগে মাত্র ১৫ মিনিট এবং এর দরজা ২৪ ঘণ্টা খোলা। মাত্র দেড় বছর হলো, ট্রেডনেট যাত্রা শুরু করেছে। এখন ট্রেডনেটের মাধ্যমে সিঙ্গাপুরের ৬৪ শতাংশ আমদানী ও রপ্তানী পরিচালিত হয়। ট্রেডনেট যুগের ও বিশ্বের বিস্ময় হিসাবে অনুন্নত বিশ্ব ও উন্নত বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। বাংলাদেশের রপ্তানী উন্নয়ন ও শিপিং ব্যবস্থার সাম্প্রতিক এক প্রকাশনার ভাষায় শুনুন : বাজার ও চাহিদা বদলে যাচ্ছে দ্রুত। চাহিদার সাথে সরবরাহের সঙ্গতি রক্ষার জন্য EDI প্রবর্তন জরুরী।

যারা EDI প্রবর্তন করেনি, তাদের দুর্ভোগ এখনও চলছে। বিশ্বজোড়া কমপিউটার ব্যবস্থার মধ্যে নিজেদের তথ্যাদি পৌঁছানোর জন্য কাগজ থেকে কমপিউটার এবং কমপিউটার থেকে কাগজে তথ্য তোলা ও নামানোর কাজ করতে করতে পথে পথে সময় চলে যায়। পরীক্ষা করা, টাইপ ও মুদ্রণ, প্যাকেজিং ও প্রেরণ করার সমস্যা পদে পদে। হংকং ও জাপানে সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, একটিমাত্র মালসম্মত আমদানী বা রাপ্তানী লেনদেন সম্পন্ন করতে ২৮টি ঘাট বা পক্ষকে অতিক্রম করতে হয়, কমপক্ষে ৪৬টি পৃথক ডকুমেন্ট তৈরী করতে হয়। এর অনুলিপির প্রয়োজন পড়ে ৩৬০টি। এ ধরনের কাগজে কাগজে পাহাড় তৈরী হয়। ভুল ভ্রান্তির খেসারত বাড়তে থাকে।

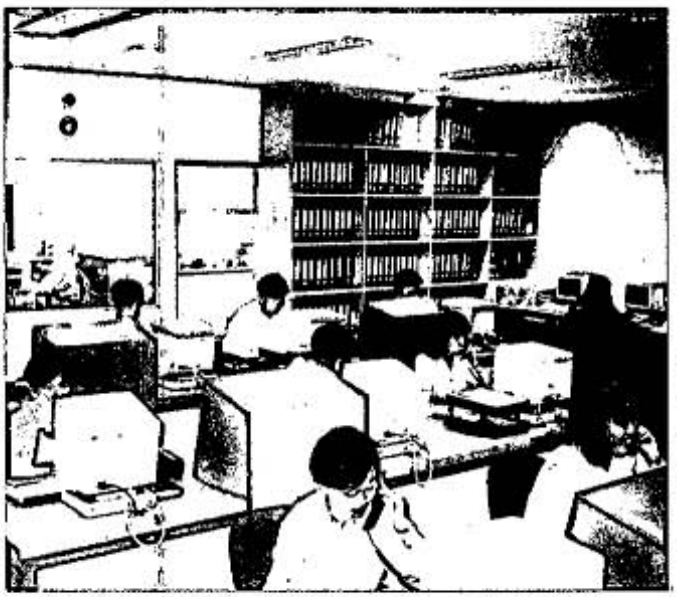

সরকার এবং শিল্প-বাণিজ্যের যোগসূত্রের একটি কেন্দ্র : সিঙ্গাপুরে ট্রেডনেট-এর সাহায্যে কাস্টমসের অনুমোদন দেয়া হচ্ছে। সময় লাগছে মাত্র ১৫ মিনিট। আগে দরকার পড়তো কয়েক দিন বা সপ্তাহ।

বৃটিশ ব্যাংকগুলি প্রথম দফায় যত আমদানী ঋণপত্র নাকচ করে দেয়, তার শতকরা ৫০ ভাগই করা হয় দলিলে অশুদ্ধ তথ্য কিংবা বিলম্ব উপস্থাপনার কারণে।

জাতিসংঘের সাম্প্রতিক দলিলে বলা হয়েছে যে, আমদানী-রপ্তানী দলিলে অশুদ্ধতা এবং অদক্ষ তথ্য ট্রান্সমিশনের কারণে প্রতিটি দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের চালানমূল্যের সাড়ে ৭ হতে ১৫ ভাগ প্রতি বৎসর হারাচ্ছে। EDI তাই কেবল পদ্ধতি উন্নয়ন নয়, কোম্পানী ও অনুন্নত দেশের লোকসান কমানোরও পথ।

কেবল অশুদ্ধতা কমায় না EDI। এর মাধ্যমে সব তথ্য একইসঙ্গে আসে এবং তা পরীক্ষা, পুনর্নিরীক্ষা যাচাই-বাছাই-এর কলকাঠিও থাকে এর নিহিত। বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের ব্যা ব্যাক এলসি, শুল্ক আদায়, তৈরী পণ্য পুনর মাধ্যমে আনীত কাঁচামালের দায় শোধের ভ পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঝঞ্ঝাট কেবল অপচয় ও অদক্ষতার জন্ম দিচ্ছে না, এ বিকাশ ও প্রসারকেও মন্থর করে তুলেছে। ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে এসব সমস্যা সহসাই করা যায়। কিন্তু EDI ব্যবস্থার গুরুত্ব অনু বিদ্যমান ফাইল ঘাঁটার রীতি পরিবর্তনে ব স্বার্থের বাধা, প্রস্তুতি গ্র মানসিক সমস্যা এবং খরচ ব্যাপারে উৎকণ্ঠা বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে রেখেছে। সিঙ্গা-পুরের ট্রেডনেট নয়, যুক্তরাষ্ট্রের GEISCO হংকং-এ পর্যন্ত তার শাখা খুলেছে। CWHK নামেও EDI গড়ে উঠেছে, যারা দেশে দেশে এ ধরনের প্রথাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সহায়তা দিচ্ছে।

সিঙ্গাপুরের নজীরটিতে ফিরে আসা যাক। সিঙ্গাপুরের তথ্য যোগাযোগ অবকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ ভিত্ হয়ে উঠেছে ট্রেডনেট। বিশ্বজোড়া বাণিজ্য যোগাযোগের জাল বিস্তার করেছে এরা। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গুলি এর ফলে দক্ষতায় অতুলনীয় হয়ে উঠেছে। জাহাজ সিঙ্গাপুরে এসে ভিড়বার আগেই শুল্ক অবমুক্তি ও অনুমোদন ঘটে যায়। জাহাজ এসে পৌঁছানোর পর কোন গুদামের প্রয়োজন আর হচ্ছে না।

ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় প্রতিষ্ঠান আজ তাদের সরবরাহকারীদের চাপ দিচ্ছে, EDI-র মাধ্যমে যোগাযোগ করার জন্য। নয়তো সরবরাহকারীদেশ কাজের ফরমায়েশ হারাবে। শীপমেন্টের আগে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে আগাম ঘোষণা ও দলিলপত্র পাঠানো না হলে চালান খালাস হবেনা, বন্দরগুলি এখন সব দেশকে একথা জানিয়ে দিচ্ছে। বাংলাদেশে এর মধ্যে তার রপ্তানী বাণিজ্য ও আমদানী বাণিজ্যে ক্রমবর্দ্ধমান সমস্যার সম্মুখীন হতে বাধ্য। আর EDI-ব্যবহারের সুফল হিসাবে বিশ্বেতো বটেই, সিঙ্গাপুর হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক পণ্য ও পরিসেবা রপ্তানীর প্রধান দেশ।

যায়। অর্থাৎ, কমপিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি কেবল আমলা বা কর্তার হাতে সীমিত না রেখে তার ব্যবহার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সার্বজনীন করে তোলা নূতন ব্যবস্থাপনার এক পদ্ধতি।

খুচরা দোকানের মত দূর দূরান্তরে ছড়ানো ছিটানো দপ্তর নিয়ে সরকারী মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো চলে। একেকটি ফিল্ড অফিসে ফাইলপত্রের বদলে সরাসরি উপরের সাথে যুক্ত কমপিউটার ব্যবহৃত হলে মন্ত্রণালয় ও দূরান্তরের অফিস সরাসরি যুক্ত হয়ে যে কার্যকর শাসন ও পরিচালনা ব্যবস্থা জন্ম নেবে, তা গড়ে না তুলে নূতন যুগে শাসন পরিচালনা প্রায় অসম্ভব।

অপরাধীদের সাথে পাল্লা দিতে হয় থানা, বন কর্মীদের। দুর্যোগের সাথে পাল্লা দিতে হয় উপকূলীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রশাসনকে। ক্ষুধা ও জনসংখ্যার সাথে পাল্লা দিতে হয় কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থাকে। সরকারী কাঠামোর মধ্যেও প্রতিযোগিতা আছে। অন্যকে অতিক্রম করার জন্য তথ্যপ্রযুক্তি দ্বারা ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এখন প্রশাসক ও ব্যবস্থাপকদের জন্য জরুরী।

তথ্যপ্রযুক্তি পৃথিবীকে ছোট করে তুলেছে। এখন কাজের জায়গায় লোক আনতে হয় না। লোকের জায়গায় কাজ পৌঁছে দিয়ে, সম্পন্ন কাজ নিয়ে আসা যায়। ডাটা এন্ট্রিসহ বহুকাজ এভাবে অন্য দেশে, অন্যস্থানে করা সম্ভব। কোন অপরাধী সম্পর্কে তথ্যের দরকার পড়লে, পূর্ববর্তী মামলার আইও- তিনি যেখানেই থাকুন, তাৎক্ষনিক তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে গুরুত্বসহ তথ্য লাভ তথ্য প্রযুক্তিতেই সম্ভব।

তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগ করলে সংগঠনের আদল বদলে যায়। জনশক্তিকে তখন নতুন নতুন পন্থায় কাজে লাগানো যায়। তথ্যই আসলে এযুগে মূলধনের সমকক্ষ হয়ে উঠছে। এ মূলধনের উপযুক্ত ব্যবহার নতুন মিতব্যয়, নতুন সাশ্রয়, নতুন সঞ্চয়, নতুন বিনিয়োগের আরেক অর্থনীতি সৃষ্টি করছে।

তথ্যপ্রযুক্তির সবচে বড় অবদান হলো, এতে খরচ কমে যায়, সময় বাঁচে, মনুষ্য শক্তির বৃথা অপচয় ঘটে না। বহু সংস্থা, মন্ত্রণালয় ও কোম্পানীর তথ্য বিনিময় এক সামাজিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

পাশ্চাত্যে অতি উচ্চ ব্যয়ের কারণে যে সব প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানী অলাভজনক হিসাবে ধসে পড়েছিল, স্বল্পব্যয় ও বিপুল সাশ্রয়ের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারা দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে পুনরুজ্জীবন লাভ করছে। দক্ষিণ এশিয়ার অপচয় ও অব্যবস্থার শিকার হচ্ছে দেশগুলি। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে অচল ও অলাভ-জনক বলে চিহ্নিত হচ্ছে। এদেশে সরকারের ভোগ ব্যয় গত দুবছরে ১১০% বেড়েছে। রাষ্ট্রীয় বাজেটে সাহায্যদাতারা ও জনগণ প্রতিবছর ২৫ হাজার কোটি টাকা সংস্থান করে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিপুল অর্থ ব্যয়ের পরেও কোন কিছু সুস্থভাবে চলছে না। চারিদিক থেকে বলা হচ্ছে ঃ দক্ষতার অভাব-অভিযোগ সার্বজনীন। কিন্তু অদক্ষতা কিভাবে কাটিয়ে উঠতে হবে, অন্যান্যদেশ কিভাবে তা দূর করছে সে নজীর আমরা অনুসরণ করছি না। বাংলাদেশের সরকারী, আধাসরকারী ও বেসরকারীখাত অদক্ষতায় যখন মরছে তখনও কমপিউটার ব্যবহার করে দরিদ্রতম নারীদের গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিমাসে ৪২ কোটি টাকার ঋণ বন্টন ও আদায় করছে। বাংলাদেশে কমপিউটার প্রশাসনে অবদান রাখার লোক দেশেও আছেন গ্রামীন ব্যাংকের খালেদ শামস তার উদাহরণ। কিন্তু সমস্যার সমাধান ও অদক্ষতা মোচন যেন আমাদের লক্ষ্য নয়। সমস্যার মধ্যে বাঁচাটাই যেন লক্ষ্য। তথ্য প্রযুক্তিকে প্রশাসনে ও কারবারে ব্যবহার করার জন্য একটা জাতীয় লক্ষ্য ও নীতি ঘোষণা করা জরুরী। তৃতীয় বিশ্বে উদ্যম ও রাজনৈতিক সংকল্প ছাড়া কিছু জন্মাবেনা, বদলাবেও না। অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন, উন্নত প্রশাসন, কর্মসংস্থান যদি একটিমাত্র পথে সমাধান করার ইচ্ছা সরকারের থাকে তাহলে তথ্য প্রযুক্তির যুগে তথ্য প্রযুক্তিই সে পথ। লাখ লাখ কর্মসংস্থান, অপচয় রোধ, ব্যয় সংকোচন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তথ্য প্রযুক্তি যদি পাথেয় হয়, তাহলে সে পাথেয় বাংলাদেশের দরকার। দেশকে বাঁচানোর জন্য কমপিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির দিকে হাত বাড়ানোর তাগিদ তাই আজ সবচাইতে প্রবল। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় বা সেনাদফতর কেবল নয়, সংসদ, জেলা-উপজেলা প্রশাসন, আমদানী-রপ্তানী, আইনশৃঙ্খলা, শিক্ষাসহ সব ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি ও কমপিউটার দক্ষতা প্রতিষ্ঠা আজ জরুরী। এ ব্যাপারে জাতিকে নেতৃত্বদান ও সহায়তার জন্য কমপিউটার কাউন্সিলকে কার্যকর ও দক্ষতর করার তাগিদ বাড়ছে।